মুস্তফা ﷺ 'র ক্ষমতা

18-September-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা..... 6
ফরয হজ্বে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা..... 13
হেরেম শরীফের ঘাস কাটা হালাল করে দিলেন..... 17
নামায ক্ষমা করার ক্ষেত্রে নবীর ক্ষমতা..... 19
শাস্তিকে পুরস্কার দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন..... 20
সাক্ষীর ব্যাপারে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা..... 22
ইদ্দতের হুকুমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা..... 23
অনুপযুক্ত কুরবানীর পশু সম্পর্কে
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা..... 25
নেক আমল নম্বর ২৯ এর উৎসাহ:..... 28
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাদানী ফুল..... 29
ঘোষণা..... 30
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 31
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 31
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 31
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 32
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 32
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 32

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 33
(১) এক হাজার দিনের নেকী..... 33
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 33
আত্মীয়তার সম্পর্কের অবশিষ্ট মাদানী ফুল 34
বাহনে আরাম করে বসার পরের দোয়া..... 35
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 36
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 37
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 39
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 39
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 39
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 39
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 40

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه ويُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَت

অর্থাৎ হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী ব্যাক্তি যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং মুসাফাহা করে আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে,তখন তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের উভয়ের পূর্বের ও পরের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(মুসনদে আবি ইয়ালা, মুসনদে আনাস ইবনে মালিক, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সুন্দর মাস রবিউল আউয়াল চলছে, এই মাসের সাথে সম্পর্ক

রেখে আজ আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনের একটি খুবই মহান দিক "প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা" এর ব্যাপারে শুনবো যে, আল্লাহ পাক আপন প্রিয় এবং সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন সকল লোকেরা একত্র হয়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে উপস্থিত হবে এবং আবেদন করবে: আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। তিনি বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের খলিল (বন্ধু)। তখন সকলে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাও। কেননা, তিনি আল্লাহ পাকের কলিম। তখন সকলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাও। কেননা তিনি রূহুল্লাহ্ এবং কালিমাতুল্লাহ্। তখন লোকেরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট যাবে, তিনিও বলবেন: আমি এই কাজের জন্য নই বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে চলে যাও। অতঃপর সবাই আমার নিকট আসবে তখন আমি বলব: আমি শাফায়াত করার জন্যই আছি। অতঃপর আমি আল্লাহ পাকের অনুমতি প্রার্থনা করব। তখন আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে এবং আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এমন "হামদ"(প্রশংসা) প্রদান করবে যা

এখনো আমার জ্ঞানে উপস্থিত নেই। আমি সেই হামদগুলো (প্রশংসা) দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো এবং আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাব। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান, দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ওই সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে যব পরিমাণও ঈমান রয়েছে। আমি গিয়ে তাদের বের করে আনবো। অতঃপর আবার ফিরে আসবো এবং ওই হামদগুলো দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা হবে। চান! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান এবং আপনার উম্মতদের মধ্যে ওই সকল ব্যক্তিকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে নিন, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে। অতঃপর আমি যাবো এবং এরূপ সকলকে বের করে আনবো। অতঃপর ফিরে এসে ওই হামদগুলো দ্বারা আল্লাহ পাকের হামদ (প্রশংসা) করবো। অতঃপর আবারও আল্লাহ পাকের সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবো। বলা হবে: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা উঠিয়ে নিন। বলুন! আপনার কথা শুনা

হবে। চান! দান করা হবে। শাফায়াত করুন! কবুল করা হবে। আমি আরয করবো: يَا رَبِّ.أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন বলা হবে: যান যার অন্তরে সরিষা দানার চাইতেও কম ঈমান রয়েছে তাদেরও বের করে আনুন। অতএব আমি যাবো এবং এমনই করবো। **(বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, ৪/৫৭৭, হাদীস: ৭৫১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মনে রাখবেন! আমরা কখনো নিজে থেকেই আল্লাহ পাকের হামদ করতে পারবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের শিখাবেন না, আমাদের হামদ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিখানো আর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হামদ আল্লাহ পাকের শিখানো আর আল্লাহ পাকের যেমন হামদ (প্রশংসা) হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم করেছেন এবং করবেন তা সৃষ্টি জগতে কেউ এমন হামদ (প্রশংসা) করেনি। এই জন্যই তাঁর নাম "আহমদ" (অর্থাৎ অনেক বেশি প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনাকারী)। আরো বলেন: ওই সিজদায় হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের অতুলনীয় হামদ (প্রশংসা) করবেন এবং "মকামে মাহমুদে" আল্লাহ পাক হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন হামদ (প্রশংসা) করবেন যা কেউ করতে পারবে না। এই জন্যই হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম "মুহাম্মদ" (অর্থাৎ যার অনেক বেশি প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করা হয়)। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمগুনাহগারদের বের করার জন্য জাহান্নামে তাশরীফ নিয়ে যাবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমরা গুনাহগারদের জন্য অতি নগন্য স্থানেও তাশরীফ

নিয়ে যাবেন। যদি আজ মিলাদ শরীফ বা আলোচনার মাহফিলে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন, তবে তা তাঁর দয়ায় অসম্ভব নয়। এতে তাঁর শান ছোট হবে না, বরং এতে আমাদের এবং আমাদের ঘরের শান বেড়ে যায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪১৭-৪১৯)**

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ পাক আমাদের আক্বা ও মাওলা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ শান ও শওকতের মালিক বানিয়েছেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কেমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন সূর্য এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, তামার উত্তপ্ত জমিনে খালি পায়ে যখন দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, মানুষ তার ভাই-বোন, মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে, সেই দিন সকলেই শুধুমাত্র নিজের চিন্তাই করবে, তাছাড়া গুনাহগাররা নিজের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে, এমনই কঠিন দিনে দয়া ও করুণাকামী আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগার উম্মতদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বারবার উম্মতের শাফায়াতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে নিজের উম্মতদের শাফায়াত করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সারা বিশ্বজগতের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকই এবং সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী। কোন কিছুই তার আয়ত্ত এবং ক্ষমতার বাইরে নয়। কিন্তু তিনি তাঁর আপন দয়া ও অনুগ্রহে সৃষ্টি থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেমন- আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ الله বিভিন্ন ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা দ্বারা ধন্য করেছেন। এই বিষয়টি এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام সেই সম্মানিত এবং পবিত্র ব্যক্তিত্ব, যাদের মর্যাদা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ও উচ্চতর। তাই তাদেরকে দানকৃত মুজিযা, উৎকর্ষতা এবং ক্ষমতাগুলোও অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। অতঃপর তাদের মধ্য থেকেও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যেই পদ ও মর্যাদা অর্জিত তা কোন মুসলমানের কাছে গোপন নেই। তাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ক্ষমতা থেকে বেশি এবং সুস্পষ্ট।

আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন জায়গায় হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আসুন! হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াতে করীমা শুনি:

পারা ৫, সূরা নিসার ৬৫নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং হে হাবীব! আপনার প্রতিপালকের শপথ!

فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۶۵﴾

তারা মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পরস্পরের ঝগড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানবে না। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করবেন, তাদের অন্তর সমূহে সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা পাবে না এবং অন্তঃকরণে তা মেনে নেবে।

পারা ১০, সূরা তাওবা এর ২৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনেনা, আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসের উপর এবং হারাম বলে মান্য করে না ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল।

পারা ২৮, সূরা হাশর এর ৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।

পারা ২২, সূরা আহযাব এর ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান

قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ یَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ থেকে প্রতীয়মান হলো, মানুষের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা প্রত্যেকটা বিষয়েই ওয়াজিব। আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুকাবিলায় কেউ আপন আত্মারও স্বয়ং নিজে স্বাধীন নয়।

(খাযাইনুল ইরফান, পারা-২২, সূরা- আল আহযাব, আয়াত- ৩৬)

اِنْ شَآءَ الله **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে! বিশ্ব জগতের সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করে ধন্য করেছেন যে, মুসলমানদের নিজস্ব ব্যাপারেও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হাকিম ও মুখতার বানিয়ে মুসলমানদেরকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। এভাবে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই বিষয়েও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, যা চান, যাকে চান আদেশ প্রদান করবেন এবং যে বিষয়ে চান, যখনি চান নিষেধ করবেন।

সদরুশ শরীয়া, মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছেন আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র প্রতিনিধি। সমস্ত জাগতকে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার অধীনে করে দিয়েছেন। যা ইচ্ছা করবেন, যাকে ইচ্ছা দান করবেন, যার

থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে নিবেন। সমস্ত জগতে তাঁর আদেশকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। সমস্ত জগত তাঁর প্রভাবাধীন (অর্থাৎ তাঁর আদেশের অনুগামী) এবং তিনি নিজের প্রতিপালক ছাড়া আর কারো প্রভাবাধীন নয়, সকল মানুষের মালিক। যে তাঁকে নিজের মালিক মানবে না সে সুন্নাতের মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত থাকে। সকল জমিন তাঁরই সম্পত্তি, সকল জান্নাত তারই নিষ্করবৃত্তি (অর্থাৎ উপহারস্বরূপ পাওয়া)। আসমান ও জমিনের সাম্রাজ্য হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অধীন, জান্নাত ও জাহান্নামের চাবিসমূহ তাঁরই পবিত্র হাতে সমর্পন করে দেয়া হয়েছে। রিযিক ও কল্যাণ এবং সকল দয়া দাক্ষিণ্য হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দরবার থেকে বন্টন করা হয়ে থাকে।

দুনিয়া ও আখিরাত হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দানেরই একটা অংশ। শরীয়াতের আহকাম হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধীন করে দেয়া হয় যে, যার উপর যা ইচ্ছা হারাম করে দিতে পারেন এবং যার জন্য যা ইচ্ছা হালাল করে দিতে পারেন। আর যে কোন ফরয চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/৭৯-৮৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা শুনি;

ফরয হজ্বে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যখন আল্লাহ পাক আপন বান্দাদের উপর হজ্ব ফরয করলেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুতবায় হজ্ব ফরয হওয়ার ঘোষণা দিতে গিয়ে

ইরশাদ করেন: "اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا" অর্থাৎ হে লোকেরা! আল্লাহ পাক তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করে দিয়েছেন, তাই হজ্ব আদায় করো।" তখন এক সাহাবীয়ে রাসূল (হযরত আকরা বিন হাবীস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! প্রতি বছরই কি হজ্ব করা ফরয? তিনবার তিনি এই আরয করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিরবতা অবলম্বন করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: "لَوْ قُلْتُ:نَعَمْ لَوَجَبَتْ" অর্থাৎ যদি আমি 'হ্যাঁ' বলে দিতাম, তবে প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয হয়ে যেত। **(মুসলিম, কিতাবুল হজ্ব, ৬৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩৭)**

মনে রাখবেন! হজ্ব জীবনে একবারই ফরয। যেমন- হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আকরা বিন হাবিস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ" অর্থাৎ হজ্ব একবারই ফরয, যে একের অধিক করবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে।" **(মুসতাদরিক, কিতাবুত তাফসির, ২/১১, হাদীস: ৩২১০)**

سُبْحٰنَ اللّٰہ! হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্ব, ক্ষমতা ও উম্মতের চিন্তার অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, প্রতি বছর হজ্ব ফরয করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও উম্মতকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য "হ্যাঁ" বলে প্রতি বছর হজ্ব করাকে ফরয করেননি। অথচ নিজের ক্ষমতার এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, যদি আমি "হ্যাঁ" বলে দিতাম তবে প্রতি বছর হজ্ব ফরয হয়ে যেত। মনে রাখবেন! এটা কোন প্রথম ঘটনা নয় বরং অনেকবার রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমরা

গুনাহগারদের কষ্ট এবং অপারগতার দিকে দৃষ্টি রেখে শরীয়তের মাসয়ালায় আমাদের সহজতার বিশেষ নজর রাখতেন। আসুন! এই বিষয়ে প্রিয় নবী, মাক্কী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিজ ক্ষমতা এবং উম্মতের জন্য হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিতাকাঙ্ক্ষীতার ব্যাপারে তিনটি বানী শুনি এবং আন্দোলিত হই,

১. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوْءَ" অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি অবশ্যই মিসওয়াককে সেই ভাবে ফরয করে দিতাম যেভাবে আমি তাদের উপর অযুকে ফরয করেছি।"

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ফযল বিন আব্বাস, ১/৪৫৯, হাদীস: ১৭৩৫)

২. "لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُّؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهٖ" অর্থাৎ যদি আমার উম্মতের কষ্টের কথা মাথায় না থাকতো তবে আমি ইশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশে বা মাঝ রাত পর্যন্ত দেরী করার জন্য অবশ্যই আদেশ দিতাম।" **(তিরমিযী, কিতাবুস সালাত, ১/২১৪, হাদীস - ১৬৭)**

৩. "وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ" অর্থাৎ যদি বৃদ্ধদের দুর্বলতা এবং অসুস্থদের অসুস্থতার চিন্তা না হতো, তবে এই নামায (অর্থাৎ ইশার নামায)কে অর্ধেক রাত পর্যন্ত অবশ্যই দেরী করে দিতাম।" **(আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, ১/১৮৫, হাদীস: ৪২২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মোবারক হাদীসমূহের মাধ্যমে জানা গেল, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি চাইতেন তবে ইশার নামাযের সময়কে পরিবর্তন করে দিতেন, তখন রাতের এক তৃতীয়াংশে বা অর্ধেক

রাতের পূর্বে ইশার নামায পড়াটা জায়েজ হতো না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬৮০)** এমনিভাবে অযুর মধ্যে মিসওয়াক করাটা ফরয করে দিতেন,তখন মিসওয়াক ছাড়া নামাযই হতো না,কিন্তু উম্মতের সহজতার জন্য এরূপ করেননি।

মনে রাখবেন! মিসওয়াক শরীফ আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যন্ত প্রিয় একটি সুন্নাত।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ اِذَا دَخَلَ بَیْتَهٗ بَدَاَ بِالسِّوَاکِ অর্থাৎ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দৌলত খানায় (ঘরে) তাশরীফ নিয়ে আসতেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। **(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩)** আর রাত বা দিন যখনই আরাম করতেন জাগ্রত হয়ে অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। **(আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত, বাবুস সিওয়াক লিমান কামা মিনাল লাইল, ১/৫৪, হাদীস: ৫৭)** সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, অন্যান্য সুন্নাতের উপরও আমল করা اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব তো পাবেই সাথে সাথে মুখ পবিত্রতা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে। যেমন-

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلسِّوَاکُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ অর্থাৎ মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম।" **(বুখারী, কিতাবুস সওম, বাবুস সিওয়াক, ১/৬৩৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হেরেম শরীফের ঘাস কাটা হালাল করে দিলেন

মক্কা বিজয়ের সময় মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কার হেরেম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুরোধে নিজের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রয়োজনের তাগিদে হেরেম শরীফের ইযখির নামক ঘাস কাটা হালাল ও জায়িয করে দিলেন, যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক মক্কা শরীফকে হেরেম বানিয়েছেন। কাজেই না এখানকার ঘাস উপড়াবে, আর না এখানকার গাছ কাটবে।" (কেননা এসব কাজ হেরেমে মক্কায় হারাম ও নিষিদ্ধ) এতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "اِلَّا الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا অর্থাৎ আমাদের জন্য স্বর্ণকার এবং আমাদের ঘরের ছাদের ইযখির ঘাস কাটা জায়েয করে দিন। (এগুলো আমাদের অনেক কাজে লাগে) অতএব নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِلَّا الْاِذْخِرَ ইযখির ঘাসে তোমাদের অনুমতি রয়েছে।" **(বুখারী, কিতাবুল বুইউ, বাবু মা কীলা ফিস সাওয়াগ)**

سُبْحٰنَ الله! একটু ভেবে দেখুন, হেরেম শরীফের ঘাস ইত্যাদি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখে সুস্পষ্টভাবে শুনার পরও হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো প্রসিদ্ধ সাহাবী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইযখির ঘাসকে জায়িয করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। যা দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان হুযুর পুরনূর

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله (আল্লাহর পানাহ!) কোন সাধারণ মানুষ বা নিজেদের মতো মানুষ ভাবতেন না, বরং তাঁদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হারাম ও হালালের আহকামকে পরিবর্তন করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও বলেননি যে, এতে আমার কোন ক্ষমতা নেই বরং নিজে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ইযখির ঘাসকে হালাল ও জায়িয ঘোষণা করে যেন তাদের এই বিশ্বাসের উপর আপন মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার এই পর্যন্ত বর্ননাকৃত সকল ঘটনা ওই জিনিস বা আহকামের ব্যাপারে ছিল যেখানে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ক্ষমতাবলে স্বতন্ত্রভাবে নিজের উম্মতের সকলের জন্য সহজতা প্রদান করেছেন। এবার প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার সেই মর্যদা ও মহত্ব দেখুন, কোন বিষয় যা উম্মতের জন্য তো ফরয বা ওয়াজিব, যদি কেউ তা বর্জন করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের বিশেষ ক্ষমতাবলে সম্মানিত হওয়ার কারণে এক বা কয়েক জনকে সেই ফরয ও ওয়াজিব বর্জন করার অনুমতি প্রদান করেন। শুধু তাই নয় কোন জিনিস যা সকল উম্মতের জন্য হারাম ও নাজায়েয আর যদি তা কেউ করে তবে গুনাহগার হবে। কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য সেই হারাম ও নাজায়েয জিনিসকে হালাল ও জায়িয করে দিলেন।

আসুন! এই বিষয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার কিছু ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনি:

নামায ক্ষমা করার ক্ষেত্রে নবীর ক্ষমতা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। এর ফরযিয়্যত অস্বীকার করা কুফরী এবং জেনে শুনে একবারও ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী এবং জাহান্নামের আগুনের হকদার। যেমন- নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ অর্থাৎ দিন রাত পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয।" **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১)** কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপর যে, সকল উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পরও এক ব্যক্তির আবেদন কবুল করে তাকে তিন (৩) ওয়াক্ত ফরয নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। যেমন-

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং এই শর্তে ইসলাম কবুল করার জন্য সম্মত হলো যে, আমি দুই (২) ওয়াক্ত নামাযই পড়ব। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা কবুল করে নিলেন। **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদুল বসিরিন, ৭/২৮৩, হাদীস: ২০৩০৯)**

মনে রাখবেন! নামায ছেড়ে দেয়ার এই অনুমতি শুধুমাত্র ওই ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্যদের জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ছেড়ে দেওয়া জায়িয নয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মুসলমানদের জন্য পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামায ফরয, কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওই ব্যক্তিকে নিজের ক্ষমতাবলে তিন (৩) ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন।

তাছাড়া রোযার কাফফারা সম্পর্কীতও একটি ঘটনা রয়েছে, তাও শুনে নিন। কিন্তু তার পূর্বে এই মাসয়ালাটি মনে গেঁথে রাখুন যে, রোযা ভঙ্গ করার সাধারণ হুকুম হলো; রমযানুল মুবারকে কোন জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন) রোযা আদায়ের নিয়্যতে রোযা রাখল এবং কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া জেনে-বুঝে সহবাস করল অথবা কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্যে খেয়ে নিলো বা পান করলো, তবে রোযা ভেঙ্গে গেল। আর এর কাযা ও কাফফারা দু'টিই আবশ্যক। **(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)** (কাযা হচ্ছে সেই রোযাটি রমযান ছাড়া অন্য সময় আবার রেখে দিবে এবং) কাফফারা হচ্ছে; সম্ভব না হলে ধারাবাহিক (অর্থাৎ কোন বিরতী না দিয়ে) ৬০টি রোযা রাখবে। এটাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকীনকে পেট ভরে দু'বেলা খাওয়াবে। **(বাহারে শরীয়ত,৫ম অংশ, ১/৯৯৪)** রোযা ভঙ্গকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটিই শরীয়াতের হুকুম। কিন্তু হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মহান ক্ষমতাবলে এক সাহাবীর জন্য অত্যন্ত সুন্দর পদ্ধতিতে এই কাফফারা ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন-

শাস্তিকে পুরস্কার দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন

হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; এক ব্যক্তি দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। ইরশাদ করলেন: "কোন্ বিষয়টি তোমাকে ধ্বংসে

পতিত করেছে?” আরয করলো: আমি রমযানে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। ইরশাদ করলেন: “তুমি কি গোলাম আযাদ করতে পারবে?” আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: “লাগাতার দুই (২) মাস রোযা রাখতে পারবে?” আরয করা হলো: না। ইরশাদ করলেন: “ষাট (৬০) জন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে?” আরয করলো: না, এই সময় তাঁর পবিত্র খেদমতে খেজুর পেশ করা হলো। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সেই ব্যক্তিকে) ইরশাদ করলেন: “এগুলো দান করে দাও।” আরয করলো: এগুলো কি আমার চেয়ে বেশি অভাবীকে দান করবো? অথচ পুরো মদীনায় এমন কোন ঘর নেই যা আমার সমান অভাবী।

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ وَقَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ

অর্থাৎ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই কথা শুনে মুচকি হাসলেন, এমনকি দাঁত মোবারক প্রকাশ পেলো এবং ইরশাদ করলেন: “যাও এই খেজুরগুলো নিজের পরিবার-পরিজনকে খাইয়ে দাও।” (মনে করো এতেই তোমার কাফফারা আদায় হয়ে গেছে)।

(মুসলীম, কিতাবুস সিয়াম, ৫৬০/১১১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় এই হাদীস শরীফটি উদ্ধৃত করার পর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুসলমানরা! গুনাহের এমন কাফফারা সম্পর্কে হয়তো কেউ শুনেনি। (যে রোযা ভঙ্গ করার করলে) সোয়া দু’মণ খেজুর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে প্রদান করা হয় যে, নিজে খেয়ে নাও,

কাফফারা হয়ে যাবে। وَاللّٰه! এটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ণ দরবার যে, শাস্তিকে পুরস্কারে পরিবর্তন করে দিলো। (তিনি আরো বলেন:) তাঁর একটি কৃপাদৃষ্টি কবীরা গুনাহসমূকে নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়। তাই اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْن جَلَّ جَلَالُهٗ গুনাহগারদের, ভুলকারীদের, ধ্বংস প্রাপ্তদেরকে তাঁরই দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন যে:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

(পারা: ৪, সূরা: নিসা, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, তখন হে মাহবুব (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে। **(ফাতাওয়ায়ে রযভিয়া, ৩০/৫৩১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাক্ষীর ব্যাপারে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

আল্লাহ পাক পরস্পর লেনদেনের বিষয়ে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানানোর আদেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনের পারা-৩, সূরা- বাকারা'র ২৮২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে।

জানা গেলো, যে কোন বিষয়ে এক পুরুষের সাক্ষ্য শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য হবে না, এটিই আল্লাহ পাকের নির্দেশ। যা সকল মুসলমানের জন্যই, কিন্তু প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ইচ্চা অনুযায়ী হযরত খুযাইমা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত ঘোষণা করে দিয়ে, যে কোন বিষয়ে তাঁর একাকী সাক্ষ্যকে দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যর সমতুল্য করে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করলেন: "مَنْ شَهِدَ لَهٗ خُزَيْمَةُ اَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ" অর্থাৎ খুযাইমা (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয় বা কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তার একার সাক্ষ্য যথেষ্ট।" **(সুনানে কুবরা, কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুল আমর বিল আশহাদ, ১০/২৪৬, হাদীস: ২০৫১৬)** (অর্থাৎ তিনি সাক্ষ্য দেয়ার পর সাক্ষ্য দাতার সংখ্যা পূরণের জন্য অন্য কোন সাক্ষী প্রয়োজন নেই)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইদ্দতের হুকুমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

যদি কোন মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করে এবং গর্ভবতী না হয় তবে তার ইদ্দত আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে চার (৪) মাস দশ (১০) দিন বর্ণনা করেছেন। যেমন- সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ
يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ
بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ
(পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদের রেখে যায়, তারা (স্ত্রীগণ) চার মাস দশ দিন নিজেদের বিরত করে রাখবে।

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারকার তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভ শেষ হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে) যেমন- সূরা তালাক-এ বর্ণিত রয়েছে। আর এখানে গর্ভবতী নয় এমন মহিলাদের জন্য বর্ণিত হয়েছে। যার স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত চার (৪) মাস দশ (১০) দিন। এই সময়ের মধ্যে সে না বিয়ে করতে পারবে, না স্বামীর ঘর ছেড়ে যেতে পারবে, না বিনা প্রয়োজনে তেল লাগাতে পারবে, না সুগন্ধী লাগাতে পারবে, না সাজতে পারবে, না রঙ্গিন ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে, না বিয়ের উৎসাহ মূলক কথাবার্তা খোলামেলা ভাবে করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াত এবং এক তাফসীরের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যদি গর্ভবতী নয় এমন মহিলার স্বামী মারা যায় তবে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। আসুন! এবার এই বিষয়েও হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করুন:

হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর চার মাস দশ দিনের ইদ্দতের সময় সীমা কমিয়ে তাঁকে শুধুমাত্র তিন দিনের শোক পালন করার আদেশ দিয়ে দিলেন। যেমন-

হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: যখন (আমার প্রথম স্বামী) হযরত জা'ফর তাইয়ার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শহীদ হলেন, তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "تَسَلَّبِیْ ثَلٰثًا ثُمَّ اِصْنَعِیْ مَا شِئْتِ

অর্থাৎ তিন দিন সাজসজ্জা করা থেকে বিরত থেকে অতঃপর যা ইচ্ছা করো।” **(সুনানে কুবরা, কিতাবুল আদদ, বাবুল আহদাদ, ৭/৭২০, হাদীস: ১৫৫২৩)**

আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার বিষয়ে এই হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করার পর বলেন: এখানে হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে এই সাধারণ নির্দেশ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন যে, মহিলাদের স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৫২৯)**

অনুপযুক্ত কুরবানীর পশু সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা

হযরত বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঈদের নামাযের পূর্বেই পশু কুরবানী করে ফেললেন, তখন নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “এর পরিবর্তে আবারো কুরবানী করো (কেননা, এই কুরবানী হয়নি)।”

তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এখন তো আমার কাছে ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চা আছে, যা এক বছরের ছাগল থেকে উত্তম। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا.وَلَنْ تَجْزِیَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ অর্থাৎ এর পরিবর্তে এটি জবাই করে দাও, কিন্তু তোমার পর আর কারো এরূপ করা কখনোই যথেষ্ট হবেনা।”

(মুসলিম, কিতাবুল আদাহি, বাবু ওয়াক্তিহা, ১০৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! শহরে কুরবানীকারীদের জন্য আবশ্যক যে, ঈদের নামায আদায় করার পর কুরবানী করা। যেমন- বাহারে শরীয়াতে রয়েছে; শহরে কুরবানী করতে হলে শর্ত হলো ঈদের নামায আদায় হতে হবে। তাই ঈদের নামাযের পূর্বে শহরে কুরবানী হবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১৫/৩৩৭)** কিন্তু যেহেতু হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈদের নামাযের পূর্বেই কুরবানী করে নিয়ে ছিলেন, তাই হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে অন্য পশু কুরবানী করার আদেশ দিলেন। তাঁর কাছে যেহেতু এখন শুধু ছয় (৬) মাসের ছাগলের বাচ্চাই ছিল। অথচ কুরবানীর জন্য ছাগল এবং ছাগীর বয়স ১ বছর হওয়া আবশ্যক। যেমন- সদরুশ শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কুরবানীর পশুর বয়স এমন হওয়া উচিত উট পাঁচ বছর, ছাগল এক বছর, এর চেয়ে বয়স কম হলে কুরবানী জায়িয হবেনা, বেশি হলে জায়িয বরং উত্তম। হ্যাঁ! দুম্বা বা ভেড়ার ছয় মাসের বাচ্চা যদি এত বড় দেখায় যে, দূর থেকে দেখলে এক বছরের মনে হয়, তবে তা দিয়ে কুরবানী জায়িয। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১৫/৩৪০)** যেহেতু হযরত আবু বুরদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে শুধু মাত্র ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা ছিল, যা দিয়ে কুরবানী হতে পারে না। কিন্তু যখন তিনি তার এই সমস্যার কথা হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন, তখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র তাঁকেই ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা কুরবানী করার অনুমতি দিয়ে ইরশাদ করলেন: "তোমার পর আর কারো জন্য ছয় মাসের ছাগলের বাচ্চা যথেষ্ট হবেনা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনাকৃত এই সকল ঘটনা থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ মহান মর্যাদা দান করেছেন যে, শরীয়াতের আহকাম নির্ধারীত হওয়ার পরও সেই আহকামগুলোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা নবীদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পন করে দিয়েছেন। যেমন- মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সঠিক ও মনোনীত আকীদা হচ্ছে যে, আহকাম হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে সমর্পিত। যাকে যা ইচ্ছা আদেশ করবেন। একটি কাজ কারো উপর হারাম করবেন আবার কারো উপর মুবাহ (অর্থাৎ জায়িয)। তিনি আরো বলেন: আল্লাহ পাক শরীয়তকে নির্ধারিত করে সম্পূর্ণ তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সমর্পন করে দিলেন (যে, এতে যেভাবে চান পরিবর্তন ও বর্ধিত করুন) **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/১৮৩)** তাই আমাদের উচিৎ, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য ফযীলত ও উৎকর্ষতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সাথে সাথে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করা। তাছাড়া এই ধরণের মন মানসিকতাকে আপনার মনে কখনো স্থান দিবেন না যে, যেই জিনিসকে কুরআনুল কারীমে হালাল বলা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হালাল এবং যেই জিনিসকে কুরআনুল কারীমে হারাম করা হয়েছে শুধুমাত্র তাই হারাম। বরং বিশ্বাস এটা হওয়া চাই যে, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও হাদীস শরীফও কোন কিছুকে হালাল ও হারাম করাকে কুরআনুল কারীমের মতো প্রমাণ ও যুক্তি রাখে। যেমন- স্বয়ং নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতার প্রতি আপত্তিকারী দূর্ভাগাদের ভীতি

প্রদর্শন করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আসনে ভালভাবে ঠেক লাগিয়ে বসে এবং আমার হাদীস থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করার পর (লোকদের বিশ্বাস নষ্ট করতে গিয়ে) বলে যে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে আল্লাহ পাকের কিতাব কুরআন বিদ্যমান।

আমরা এতে যা হালাল পাবো, শুধুমাত্র তাকে হালাল এবং এতে যা কিছু হারাম পাবো, শুধুমাত্র তাকেই হারাম জানব। (অতঃপর ইরশাদ করেন:)

اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

অর্থাৎ সাবধান! যে জিনিসকে আল্লাহ পাকের রাসূল হারাম করে দেন তাও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হারামের মতোই হারাম।”

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু তাযীমে হাদীসে রাসূলিল্লাহ, ১/১৬, হাদীস: ১২)

নেক আমল নম্বর ২৯ এর উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার, নেককাজ করার এবং রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করার মানসিকতা অর্জনের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশ নিন। শায়খে ত্বরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাতের দেওয়া "৭২টি নেক আমল" এর উপর আমল করুন। ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ২৯ নম্বর নেক আমলটি হলো: "আপনি কি আজ সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেয়েছেন এবং খাওয়ার আগে ও পরের দোয়াগুলো পড়েছেন?" এই নেক কাজটির উপর আমল করার বরকতে সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

সুন্নাতের উপর আমল করার কারণে আমাদের খাবার খাওয়াও একটি সাওয়াবের কাজ হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও দাওয়াতে ইসলামীর প্রিয় দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আশিকানে রাসূলের সাহচর্য অর্জন করে নেক কাজ করার ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন। ফরয ইলম শিখার, প্রতিদিন নেক আমল করার এবং মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) প্রত্যেক উত্তম আচরণই সদকা, চাই তা ধনী ব্যক্তির সাথে হোক বা ফকীর ব্যক্তির সাথে। **(মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩৩১, নাম্বার: ৪৭৫৪)** (২) যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলো, তার জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ পাক তার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন। **(মুসতাদরাক, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ৫/২১৩, হাদীস: ৭৩৩৯)** ☆ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়া যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮)** ☆ আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণের নাম এটা নয় যে, সে ভালো আচরণ করলে তুমিও করবে। এই জিনিসটি তো প্রকৃতপক্ষে বিনিময় করা হলো

যে, সে আপনার কাছে কোনো জিনিস পাঠিয়েছে ,আপনিও তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, সে আপনার এখানে আসলো, আপনিও তার ওখানে চলে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হলো এটা যে, সে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর আপনি তা জোড়া লাগাবেন, সে আপনার থেকে আলাদা হতে চায় আর আপনি তার সাথে আত্মীয়তার হকের প্রতি খেয়াল ও বিবেচনায় রাখবেন। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)** ✯ আত্মীয়তার সম্পর্কের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে: তাদেরকে উপহার দেওয়া এবং যদি তাদের কোনো বিষয়ে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে এই কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদেরকে সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, তাদের সাথে উঠা-বসা করা, তাদের সাথে কথা বলা, তাদের সাথে দয়া ও অনুগ্রহ সহকারে আচরণ করা। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)**

ঘোষণা

আত্মীয়তার সম্পর্কের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৮ সেপ্টেম্ব ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

আত্মীয়তার সম্পর্কের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

আত্মীয়দের সাথে বিরতি দিয়ে সাক্ষাৎ করতে থাকা অর্থাৎ একদিন সাক্ষাৎ করতে গেলে আরেকদিন যাবে না, কারণ এভাবে করার দ্বারা ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। বরং নিকটাত্মীয়দের সাথে প্রতি শুক্রবার বা মাসে একবার করে সাক্ষাৎ করতে থাকবে। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✯ হক ও জায়িয বিষয়ে গোত্র ও পরিবারের লোকদের একতাবদ্ধ থাকা উচিত অর্থাৎ যদি আত্মীয়-স্বজন হকের উপর থাকে তবে অন্যদের সাথে মোকাবিলা এবং সত্য প্রকাশে সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা। **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✯ আত্মীয়-স্বজন কোনো প্রয়োজনের কথা জানালে তা প্রত্যাখ্যান করা গুনাহ। যখন নিজের কোনো আত্মীয় কোনো প্রয়োজনের কথা জানায়, তখন তার প্রয়োজন পূরণ করা। তা প্রত্যাখ্যান করাটাই হলো সম্পর্ক ছিন্ন করাই । **(কিতাবুদ দুরারুল হুক্কাম, ১/৩২৩)** ✯ আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে আরও তথ্য অর্জনের জন্য শায়খে ত্বরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা ‘সাথেসাথেই ফুফির সাথে সন্ধি করে নিলো’ অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বাহনে আরাম করে বসার পরের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "বাহনে আরাম করে বসার পরের দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ
وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, তাঁরই পবিত্রতা, যিনি এই বাহনকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আর এটা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে ছিলনা। নিশ্চয় আমাদেরকে আপন রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃষ্ঠা ২১৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد